JUN 28 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ...৪...

ফলোআপ ❑ নিয়মবহির্ভূত দরপত্র

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিবসহ ৩ জন জড়িত

রাশেদ মেহেদী ॥ সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের ঘটনার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবসহ কম্পিউটার বিভাগের ৩ জন সিস্টেম এনালিসিস্ট জড়িত বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এ ৪ জনই ওই দরপত্র আহ্বানের 'টেকনিক্যাল কমিটি'র সদস্য। সূত্র জানায়, ইতোপূর্বে ওএমআর ফরম প্রস্তুতকারী 'সোসাইমাস' গ্রুপকে তড়িঘড়ি করে পুনরায় কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্যই নিয়মবহির্ভূতভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়।

জানা গেছে, টেকনিক্যাল কমিটিই দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এই ৪ জন। সূত্র জানায়, 'সোসাইমাস গ্রুপ' এই কাজটি এককভাবে করে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। তাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের যোগসাজশের কারণে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সুযোগ পায়নি। এবারও তারা টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যদের ম্যানেজ করে কাজ হাতে রাখতে চেয়েছিল। জানা গেছে, জড়িত ওই উপসচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ৩ জন সিস্টেম এনালিসিস্ট ৩টি পৃথক বোর্ডের জন্য সিস্টেম এনালিসিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই ৩ জনের কর্মস্থল ধানমন্ডির কম্পিউটার বিভাগ।

এ ব্যাপারে অন্য একটি সূত্র জানায়, ওই ৪ জন জড়িত ছিলেন ঠিকই; কিন্তু তাদের ওপর আশীর্বাদ ছিল আরও কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তির। বিষয়টি নিয়ে এখনও মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আলোচনা-সমালোচনা চলছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেন, 'বিষয়টি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর পরই আমরা নিয়ম অনুযায়ী সিডিউল ক্রয়ের টাইম এক্সটেনশন করেছি, দরপত্র আহ্বানের বিধি অনুযায়ী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি।' জড়িতদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ'। তদন্তে দরপত্র আহ্বান নিয়ে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মবহির্ভূতভাবে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান শীর্ষক একটি বিস্তারিত রিপোর্ট ২৪শে জুন 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়। ২৫শে জুন দরপত্রের সিডিউল ক্রয়ের সময় বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানের আওতা সংশোধন করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।